ত্রিপুরার উচ্চ আদালত

আগরতলা

CRP 86 of 2019

শ্রী দেবব্রত পাল,

পিতা - মৃত সুনীল চন্দ্র পাল, সাং - মধ্য কাশীপুর,

পি.ও. রেশমবাগান, থানা- পূর্ব আগরতলা, জেলা- পশ্চিম ত্রিপুরা।

..... **আবেদনকারী**

বনাম

শ্রী দুলন ভট্টাচার্য,

পিতা - মৃত যোগেন্দ্র চন্দ্র ভট্টাচার্য, সাং - চুরাইবাড়ি,

পি.ও. - চুরাইবাড়ী, থানা - চুরাইবাড়ি, ধর্মনগর, জেলা- উত্তর ত্রিপুরা

..... **বিবাদী**

আবেদনকারী(দের)পক্ষ্যে:	শ্রী এস. এম চক্রবর্তী, বরিষ্ঠ আইনজীবী কুমারী পি. চক্রবর্তী, আইনজীবী
বিবাদী(দের) পক্ষ্যে:	শ্রী কে.এন ভট্টাচার্য, বরিষ্ঠ আইনজীবী শ্রী টি. দেববর্মা, আইনজীবী
শুনানি, রায় ও আদেশ প্রদানের তারিখ:	০৮.০৪.২০২১
প্রতিবেদন যোগ্য কি না :	হ্যাঁ/না

মাননীয় বিচারপতি শ্রী অরিন্দম লোধ মহোদয়
বিচার (মৌখিক)

আবেদনকারীর পক্ষে আইনজীবী কুমারী পি. চক্রবর্তীর সহায়তায়, বিজ্ঞ বরিষ্ঠ আইনজীবী শ্রী এস.এম. চক্রবর্তী কে শোনা হল। বিবাদীর পক্ষে আইনজীবী শ্রী টি. দেববর্মা এর সহায়তায়, বিজ্ঞ বরিষ্ঠ আইনজীবী শ্রী কে.এন ভট্টাচার্য কে ও শোনা হল।

২. মাননীয় দেওয়ানী আদালত, সিনিয়র ডিভিশন, উত্তর ত্রিপুরা, ধর্মনগর, এর বিচারপতি কর্তৃক ২০-০৭-২০১৯ তারিখে প্রদত্ত (M.S. 03 of 2017) নং মামলার আদেশ কে আপত্তি জানিয়ে এই পুনর্বিবেচনার আবেদন দায়ের করা হয়েছে।

৩. আমি 20.07.2019 তারিখের আদেশটি বিবেচনা করেছি।

৪. আবেদনকারীর পক্ষের বিজ্ঞ বরিষ্ট আইনজীবী শ্রী এসএম চক্রবর্তী বক্তব্য রাখেন যে মাননীয় আদালত ২০-০৭-২০১৯ তারিখের আদেশ প্রদানকালে বিবাদীকে ব্যাঙ্ক-স্টেটমেন্ট (ব্যাঙ্ক খাতার বিবৃতি) পেশ করার জন্য বলেন এবং একই তারিখে রায় ও প্রদান করবেন। সে ক্ষেত্রে, বাদী পক্ষ বিবাদী পক্ষকে জেরা করার কোন সুযোগ পাবে না, যেহেতু তিনি উল্লিখিত নথির বিরুদ্ধে তর্ক পেশ করতে সক্ষম হবেন না তাতে নিঃসন্দেহে আবেদনকারী ক্ষতিগ্রস্ত হবেন।

৪. আমার কাছে বাদী পক্ষের বিজ্ঞ আইনজীবীর বক্তব্য যুক্তিসঙ্গত লাগলো।

৫. ইহা সত্য যে, আদালতের যদি কোন নথি বা প্রমাণের প্রয়োজন থাকে, তাহলে আদালত যথাযত বিচারের জন্য এই ধরনের নথিতে সংশ্লিষ্ট পক্ষকে বিধি দ্বারা নির্ধারিত বিধিবৎ আবেদনের সাথে অন্য পক্ষকে অগ্রিম নোটিশ দিয়ে আদালতে উপস্থিত হওয়ার নির্দেশ দিতে পারেন, যাতে অপর পক্ষ এই ধরণের নথি বা আবেদনের যোগ্যতার প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে এবং আপত্তি জানাতে পারে, এবং মামলার পক্ষগনদের ন্যায়সঙ্গত ন্যায়বিচার প্রদান করতে পারবেন, তাহলে মামলার পক্ষগনদের নিকট হইতে এই ধরণের নথি কিংবা আবেদনের দাবি করার স্বাধীনতা রয়েছে আদালতের। একই সময়ে, ইহাও সত্য যে, অপর পক্ষ এরকম নথির বিরুদ্ধে আপত্তি করতে পারে অথবা নথির সাক্ষ্যগত মূল্য নিয়ে প্রশ্ন করতে পারে। সেক্ষেত্রে আদালতের দায়িত্ব থাকবে যে কোন দলিল পেশ করতে ইচ্ছুক পক্ষকে নির্দেশনা দেওয়া।

৬. সেই অনুযায়ী, ইহা নির্দেশ দেওয়া যাচ্ছে যে, যদি বাদী বিধিবৎ আবেদনের সহিত কোন নথি দায়ের করেন, মাননীয় আদালত বিবাদীকে আপত্তি দায়ের করার সুযোগ দেবেন। সেই নির্দিষ্ট নথিতে বিবাদী কর্তৃক বাদীকে জেরা করার পূর্ণ সুযোগ দেওয়ার পর সাক্ষ্য আইনের বিধান অনুসারে নথি রেকর্ডে আনতে হবে। মাননীয় আদালত বিবাদীকে জেরা করার স্বাধীনতা দিয়ে বাদীকে তার পক্ষ্যে সাক্ষ্য প্রমান পেশ করার নির্দেশ ও দিতে পারে।

৭. উপরোক্ত পর্যবেক্ষণ এবং নির্দেশ অনুযায়ী, এই পুনর্বিবেচনার আবেদন উপরুক্ত নির্দেশ মোতাবেক মঞ্জুর করা হল, এবং এই রূপে মুলতবি করা হল।

কোন আবেদন(গুলি) যদি বিচারাধীন থাকে, তাও নিষ্পত্তি করা হল।

LCRs (নিম্ন আদালতের নথি) ফের? পাঠানো হোক।

মাননীয় বিচারপতি

<u>দায়বর্জন</u> **(Disclaimer)**

এই রায়টি শুধুমাত্র মাননীয় সর্বোচ্চ আদালতের এ.আই. কমিটিকে প্রেরণ করার জন্য বাংলা ভাষায় অনূদিত করা হলো। অন্য কোনো উদ্যেশ্যে বাংলায় অনূদিত এই রায়কে ব্যবহার করা যাবে না। ব্যবহারিক বা সরকারি কাজে শুধুমাত্র মাননীয় আদালতের ইংরেজি রায়টি যথার্থ বলে গণ্য করা হবে এবং রায় বাস্তবায়নের জন্য ইংরেজি ভাষায় প্রদত্ত রায়টিকে অনুসরণ করতে হবে।